Comments on ***"Economics of Integrating Access to Finance and Access to Information: Bangladesh Perspective"*** by Dr. Shah Md. Ahsan Habib,

Speech by **Chief Guest, Dr. Atiur Rahman, Governor,** Bangladesh Bank

BIBM, auditorium

27 December, 2009

- Access to information and access to basic financial services can be viewed as the two sides of the same coin. The integration of these two is important in reducing asymmetric information, improving borrower selection and credit recovery system, quick and cost effective distribution of workers' remittances in remote area, enhancing familiarity with banking activities and many others.

- The paper envisage the economic potential of integrating financial and information services for better outcome in the context of Bangladesh by analyzing three possible ways: a) by offering information services by **telecentres**[*] using banks/MFI branches; b) by offering financial services through telecentres or their networks; c) using telecentres in developing credit products.

- Basic financial services including deposit, payments and credit services are recognized as entitlements of all citizens. Financial inclusion is a key element of social inclusion necessary in fostering inclusive growth participated by and benefiting all population segments and in combating poverty by opening up blocked advancement opportunities for the disadvantaged poor.

- Despite substantial expansion of bank branches and the roles thus far of microfinance institutions (MFIs), access to basic financial services in Bangladesh has much further to go in adequately covering all population segments and all sectors of economic activities. In rural areas, there is a knowledge gap and information asymmetry in agricultural production and marketing, non-farm activities, health, education, employment and disaster management. Besides, small and micro enterprises often find it difficult and time consuming in accessing credit from the formal financial institutions. In access to credit, a 'missing middle' has emerged in the recent years between the poorest served by MFIs, and the relatively better off served by banks.

---

[*] Bangladesh Telecentre Network (BTN) is supported and partnered by telecentre.org, a collaborative initiative funded by Canada's International Research Centre, Microsoft and the Swiss Agency for Development and Cooperation.

- Since, much remains to be done in deepening access to credit and other financial services in several shallow patches, and in bridging the remaining more recalcitrant gap, a major new breakthrough will be needed and such breakthrough could be brought about by advancement of information technology (IT). Lower borrowing costs made possible by IT based remote delivery and recovery of loans will enable many currently excluded individuals to borrow for new output activities.

- Rural bank branches and MFIs in Bangladesh have been playing a great role in offering credit services to the poorer communities. However, greater coverage, reducing operation costs and attaining financial sustainability remain challenges for the financial service providers. Closer integration or linkages between the financial and information service providers could help reducing asymmetric information and improving performance of financial products.

- Telecentres have the potentiality of gathering information about potential clients and channeling remittances to the recipients in rural areas in due time and at lower costs. Besides, telecentres could be useful in providing valuable information on technology, markets, better irrigation system and so on to the farmers and thus can contribute to favorable market conditions for the farmers.

- In order to facilitate banks and financial institutions to ascertain the full credit exposure of the borrowers/owners, Bangladesh Bank (BB) started establishing fully automated Credit Information Bureau (CIB) since 1992 to collect credit related information from banks and other financial institutions. This is now in a mature stage and hopefully go live very soon. Banks will also get credit related information directly from the CIB online information storage from the mid 2010. BB has introduced online payment system this year to facilitate the use of e-commerce and online banking services. In this regard telecentres can work along with the financial institutions particularly in rural areas in disseminating information related to financial services and products and thus bring about positive outcomes for the service recipients and the society. Establishment of E-payment gateway, a necessary IT infrastructural support for the e-commerce operation is also progressing pretty fast.

- Integration of financial and information services should be considered with priority with the aim of addressing the problem of insufficient access to required information by the rural poor and underprivileged with the target of creating income generating activities, employment opportunities and poverty reduction. And all these are being implemented at a fast pace with necessary stakeholder participation. Surely, together we will be able to achieve an all inclusive digital BB, which will be more transparent and accountable to all stakeholders.

……………………

তথ্য পাওয়া আর অর্থ পাওয়ার ভেতর অঙ্গাঅঙ্গি এক সম্পর্ক রয়েছে। এই দুই বিষয়ের সম্পর্ক গভীর হলে financial inclusion তথ্য আর্থিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ে। আর বাড়ে inclusive growth বা সকলে বিলে সুষম উন্নয়নের সম্ভাবনা। সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে পারলে নিশ্চয় আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো বেগবান করতে পারবো।

সঠিক ঋণগ্রাহক নির্বাচন, ঋণের সঠিক ব্যবহার, বিশেষভাবে সঠিক খাতে সেই ঋণের ব্যবহার, সঠিক সময়ে ঋণ ফেতৎ পাওয়া, বিদেশে কর্মরত আমাদের শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ কম খরচে তাদের পরিবারে পৌঁছে দেয়া এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের জানাশোনার বিষয়গুলো তথ্য ও অর্থ প্রাপ্তির এই কাঙ্খিত সমন্বয়ের ফলে আশানুরূপভাবে উন্নততর হবে বলে আমার মনে হয়।

ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং টেলিসেন্টারগুলোর ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে গ্রাম-বাংলায় আর্থিক ইন্টারমিডিয়েশনে এক নয়ামাত্রা যুক্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রযুক্তির ব্যবহারে আগের চেয়ে অনেকটাই তৎপর হয়েছে। Automated clearing house, ব্যাংক-নির্ভর মোবাইল ফোন ব্যাংকিং, ই-কমার্সসহ নানা আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে অল্প খরচে দ্রুত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নানা উদ্যোগ নিয়েছে। তথ্য কেন্দ্রগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের এসব আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার মনে হয়। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুনর্জাগরণ হবে এবং আর্থিক সেবা-বঞ্চিত গরিব মানুষ ও ক্ষুদে উদ্যাক্তারা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন।

এভাবেই সকলে মিলে ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় আমাদের কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবো।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারকদের নানা নীতি-উদ্যোগ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার সক্রিয় তৎপরতার কারণে চলমান মহামন্দার দুঃসময়েও বাংলাদেশের অর্থনীতি ভালোয় ভালোয় ২০০৯ পার করেছে। বছর শেষে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের শেষ দিকে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রপ্তানি বেড়েছে ১২ শতাংশ হারে। কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, টেরি টাওয়েল, লেদার ব্যাগ ও পার্স, জুতোর রপ্তানি এবছর বেশ বেড়েছে। Ceramics, tableware, bicycle এবং handicrafts এর রপ্তানি আয় বেশ বেড়েছে। গত বছরের অক্টোবরের চেয়ে এ বছর অক্টোবরে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৮ শতাংশ।

আমদানিও বছর শেষে বাড়তে শুরু করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় কমেছিল ১,৫৪,৮২১ (এক কোটি ৫৪ লক্ষ ৮২১) কোটি টাকা বা মাসে ১২,৯০১ কোটি টাকা।

গত বছর সেপ্টেম্বরে তা ছিল ১০,৯২৬ কোটি টাকা। এবছর সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২,৫২৪ কোটি টাকা। রেমিটেন্সসহ অন্যান্য সূচকগুলোও বছরশেষে ইতিবাচক বাঁক নিতে শুরু করেছে। সবগুলো ব্যাংক ও পুঁজিবাজার খুব ভালো ব্যবসা করেছে। অর্থনীতির এই ধারাকে ধরে রাখার জন্যে আমরা খুব শিগগীরই একটি ‘inclusive growth’ সহায়ক মুদ্রানীতি ঘোষণা করবো। তবে এরই মধ্যে private sector এর ঋণ নেবার প্রবণতা বাড়তে শুরু করেছে। ADP বাস্তবায়ন হারও বাড়তে শুরু করেছে। মহামন্দার দুঃসময়েও বাংলাদেশের এই সহনক্ষমতা আসলেই গবেষণার দাবি রখে। এই সাফল্যের পেছনে আমাদের তরুণ উদ্যোক্তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর অসাধারণ ক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার কারণেই এই সাফল্য এসেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই উদ্যমী উদ্যোক্তাদের যথেষ্ট নীতি-সহায়তা দিতে কার্পণ্য করেনি।

আমরা সে কারণেই আশা করছি চলতি বছরেও আমরা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা ধরে রাখতে সক্ষম হবো। প্রবৃদ্ধির এই ফসল আমরা সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চল ও শ্রেণীর কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আর সে জন্যেই তথ্য ও ঋণ প্রাপ্তির এই সমন্বয় খুবই জরুরী বলে আমরা মনে করি। আসুন, সকলে মিলে এই সমন্বয়ের কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করি।